॥ প্রাক্-ভাষ ॥

খণ্ডিত স্বাধীনতার উত্তরাধিকার আর তার যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার দাহ বুকে নিয়ে আমাদের পথ চলা এবং এই পথ চলার প্রতি পদক্ষেপে প্রগাঢ় জিজ্ঞাসার সুতীব্র দংশন। ভীষণ ভাবে মনে হয়, (কিছু ব্যতিক্রম মেনে নিয়েও) আমরা আমাদের দেশকে ঠিক তেমন ভাবে ভালোবাসি না, পারি না কিম্বা চাই না। মনে হয়েছে, 'দেশ-প্রেম' এখন এক অনির্দ্দেশ ভাব-ধারা মাত্র। চোখের সামনে এ কোন্ ভারতের ছবি? সংকীর্ণ স্বার্থ-বোধ, নীতিহীনতার নিপুণ বিদ্রূপ, অবাধ অবক্ষয়, সততা এবং মহত্ব থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের—ঘরে বাইরে সর্বত্র তার পরিচিতি।

এরই মধ্যে ঘটে যায় হৃদয়ের কিছু রক্ত-ক্ষরণ। এক ধরণের ক্ষোভ বা অভিমান মনকে পীড়িত করে, সেই পীড়নজাত অনুভূতির কিছু প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তাই এই কাব্য গ্রন্থ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই অনুভূতিগুলো একত্র করার প্রয়াস মানসিক দিক থেকে ছিলই। কিন্তু সংখ্যা এবং নির্বাচনের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব পেরিয়ে যখন একটা জায়গায় দাঁড়ানো গ্যালো তখনও অনেক কিছু পড়ে রইলো। এ কবিতা সবাইকে তুষ্ট করবে না জানি-কিন্তু সত্যের কাছে এ অসন্তোষের মূল্যও কম নয় এবং সেটাই হোক্ আমাদের বড় প্রাপ্তি।

বইটি প্রকাশে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন যথাক্রমে শ্রীসনৎ কুমার মণ্ডল, সোমনাথ মিত্র, প্রভাস পাল, অনন্ত ঘোষ, ভগবান দে, দিলীপ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। মূল্যবান সময়ের অনেকটা ব্যয় করে বইটির পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। এঁদের সবার কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

—গ্রন্থকার

॥ ভূমিকা ॥

'হে ক্লান্ত স্বদেশ আমার' শ্রীদীপঙ্কর বিশ্বাসের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীলিম তরঙ্গ ছুঁয়ে'তে ছিল স্মৃতি সত্তা প্রকৃতির আবেগময় উপলব্ধির সুসংহত ছন্দ স্পন্দিত শব্দ বিন্যাস। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'একমুঠো ছড়া'য় গীতি কবিতার আঙ্গিকে, মূলতঃ গদ্যছন্দের শৈলীতে, নানা বিষয়ের অনুভব সমৃদ্ধ রচনা; আর এই কাব্যগ্রন্থ একান্ত ভাবেই তাঁর স্বদেশকে নিবেদিত, আর সে নিবেদনের ভাষায় গদ্যবন্ধ এবং পদ্যবন্ধ দুই শৈলীকেই কবি সমান ভাবে ব্যবহার করেছেন আত্মপ্রকাশের বাহন রূপে। গদ্যবন্ধের মত ছন্দমিলের কবিতায়ও রচয়িতার দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

কিন্তু এটা তো হলো কবিতার বহিরঙ্গের বিচার। কবিতা গুলির অন্তর্মূলে আছে এক গভীর বেদনার আর্তি। বলতে গেলে এই বেদনা একটা সর্বাত্মক অনুভূতির মত গোটা কাব্যদেহটাকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কাব্যগ্রন্থের নামের মধ্যেও ওই বেদনার ছায়াপাত ঘটেছে।

কী জন্য বেদনা? বেদনা স্বপ্নভঙ্গের, অন্তরলালিত বহুতর আশামুকুল রূঢ় বাস্তবের আঘাতে-সংঘাতে নির্মমভাবে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একালীন পর্বের সব চাইতে বড় ট্রাজিডি দেশ বিভাগের ট্রাজিডি। বিশেষ করে, বাঙালীর জীবনে এই বিপর্যয় এক প্রচণ্ড অভিশাপের মত নেমে এসেছিল। আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে সেই-যে বাঙালীর হৃদয় চিরে রক্ত-মোক্ষণ সুরু হয়েছে তার অবসান আজও হয়নি। আপসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের মাশুল হিসাবে আরও কতকাল যে বাঙালী জাতিকে এই দুর্দৈবের দুঃখ সয়ে যেতে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। দেশভাগ বাঙ্গালীর একেবারে কোমর ভেঙে দিয়ে গেছে বললেও চলে।

শ্রীদীপঙ্কর বিশ্বাস নবীন প্রজন্মের কবি—এদেশের তরুণ কবিকুলের এক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনাবাহী শক্তিমান প্রতিনিধি। বয়সের বিচারে কবি দেশভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি—সে সময় তাঁর জন্মই হয়নি—কিন্তু তার পরিণামী ফলগুলিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিত্যদিনই তাঁর দেখার সুযোগ মিলছে। খণ্ডিত স্বাধীনতার এ কী ভগ্ন-দীর্ণ-কদর্য রূপ কবির চোখে আজ প্রতিভাত। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই হতাশা-বঞ্চনা-শোষণ-অবদমন-অত্যাচার আর অন্যায় অবিচারের পুঞ্জ-পুঞ্জ দৃষ্টান্ত সংবেদনশীল অন্তরকে প্রতি পদে ঘা দিয়ে তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে অবশ করে তুলছে। প্রাণপ্রিয় স্বদেশ ভারত, ততোধিক প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি বাংলা এই দুইয়ের ক্লান্ত অবসন্ন—মুমূর্ষু দশা চোখ চেয়ে দেখার জন্যেই কি নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা স্বাধীন দেশের মৃত্তিকায় জন্ম পরিগ্রহ করেছিল?

দেশের এই দুর্ভাগ্য আর হতাশার জন্য যে সব শ্রেণীর লোকেরা দায়ী—পেশাদার রাজনীতি ব্যবসায়ী, ছদ্মবিপ্লবী, ফাটকাবাজ-মজুদদার—কালোবাজারী, দেশসেবার অজুহাতে দলীয় গোষ্ঠি আর ব্যক্তিস্বার্থ পরিপূরণকারী মতলবী মানুষের দল, বিচ্ছিন্নতাবাদী আর হিংসাশ্রয়ী শক্তি, মানবিক মূল্যবোধ সমূহের ধ্বংস সাধনকারী নির্বিবেক মস্তানতন্ত্র—এদের এবং এদের অনুরূপ আরও সব চিহ্নিত-অচিহ্নিত জানিত-অজানিত মনুষ্যত্ব বিরোধী সম্প্রদায়গুলির ওপর কবির ধিক্কারবাণী ক্ষমাহীন হয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু যেহেতু বেদনাই কবিতাগুলির মূল সুর, সেই কারণে কবির চক্ষে রোষবহ্নি থেকে থেকে জ্বলে উঠলেও পরক্ষণেই তা অশ্রুর নিষেকে অভিষিক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যেই ব্যথাহত চিত্তের শূন্য হাহাকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

গ্রন্থে সংকলিত ৪৮টি কবিতার মধ্যে স্বদেশের খণ্ড-ছিন্ন-ভগ্ন রূপের উন্মোচনকারী কবিতার সংখ্যা কম করেও অর্ধেকের বেশী হবে। এদের ভিতর 'ভূমিজ সন্তান,' 'ছিন্ন মানচিত্রে,' 'সংলগ্ন সত্তায়,' 'স্ব-দেশীয়,' 'স্ব-দেশে স্ব-জন এলে,' 'কেন যে এখন দেশ,' 'দেশকাল ভালোবাসা' 'হায় দেশ,' 'স্ব-দ্বেষে তাই স্বপ্ন ভাঙি,' 'এখন হৃদয়ে,' 'দীর্ণ দীনের স্বাধীনতা তুমি,' 'দেশের জন্য' প্রভৃতি রচনা সমধিক উল্লেখযোগ্য অনুভবের আন্তরিকতা আর চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের কারণে। তবু তারও মধ্যে 'সংলগ্ন সত্তায়' আর 'দীর্ণ দীনের স্বাধীনতা তুমি' সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। প্রথম নামীয় কবিতার কয়েকটি লাইন—

এখন স্ব-দেশ মানে পৃথিবীর মানচিত্রে ভাঙা চোরা রেখার অন্বয়
এখন স্ব-দেশ মানে পাহাড় নদীতে ঘেরা ভৌগোলিক স্থান
এখন স্ব-দেশ মানে ভাষণে ও গানে গানে বিমুগ্ধ বিলাস
এখন স্ব-দেশ মানে বিধ্বস্ত ঐতিহ্যে কষ্টকল্প করুণ আখ্যান
এখন স্ব-দেশ মানে সমস্যায় সমাচ্ছন্ন সমূহ সময়
এখন স্ব-দেশ মানে বিক্ষোভ অভিমান রক্তগত ভয়।

একই ভাবের নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় পাঠকের ক্লান্তি আসার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কবি সেই সম্ভাবনাকে রহিত করেছেন বেশ কিছু ভিন্ন সুরের রচনার সংযোজনার দ্বারা। এই ভিন্নস্বাদী রচনাগুলির মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত কবিতা, কলকাতার বিজন সেতু, আসামের নেলী প্রভৃতি জায়গা এবং ত্রিপুরার মান্দলাইয়ে অনুষ্ঠিত বীভৎস হত্যালীলার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি মূলক মানবিক ক্রন্দনের কবিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিবাদী কবিতা 'মহান্ ঐক্যের মহাদুর্দিনে,' কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী তরুণ দেশপ্রেমী আর ফুটপাতের শিশুকে উদ্দেশ করে লেখা প্রভৃতি কবিতা।

কিন্তু কান্নাই সব নয়। সর্বব্যাপী ক্রন্দন আর হাহাধ্বনির ঘন মেঘের আস্তরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে দুর্জয় রোষের বিদ্যুৎঝিলিকও ফুঁসে উঠতে দেখা যায়। যেমন 'ভাঙতে রাজি' কবিতায় কবি ভাঙার গান অর্থাৎ বিদ্রোহের গান গেয়েছেন—

ভাঙার মধ্যে আছে অনেক বিদ্রোহ আর প্রতিশ্রুতি
ভাঙার মধ্যে গুপ্ত আঁধার লুপ্ত করার প্রবল দ্যুতি।
ভাঙার মধ্যে নতুন জীবন সবুজ আকাশ দীপ্ত দাহ
ভাঙার মধ্যে মুক্ত স্রোতে নিবিড় নিপুণ অবগাহ।
নতুন কিছু গড়ার জন্য নতুন করে ভাঙতে রাজি
ভাঙা-পাথর পথ পেরিয়ে নতুন পথে হাঁটব আজি।

এই নতুন পথে হাঁটার সংকল্প আরও দু-একটি কবিতায় ভাষা পেয়েছে ভিন্ন অনুষঙ্গে, ভিন্ন বিষয় অবলম্বনে। যেমন 'যে ছেলেরা' কবিতায়। কবি এখানে সেই ছেলেদের কথাই বলতে চেয়েছেন—

যে ছেলেরা ব্যথা বয় বুকে ঢের
যে ছেলেরা দিন গোনে আগুনের
অনাচারে যে ছেলেরা ক্ষিপ্ত
প্রতিবাদে প্রতিরোধে দীপ্ত।

এই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধটাই হলো আসল, আর যে ছেলেরা গতানুগতিক পথের মায়া ত্যাগ করে, আরাম-বিলাস অগ্রাহ্য করে, এই জাতীয় বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের রাস্তায় হাঁটে তারাই একদিন দেশকে বর্তমান গ্লানির কবল থেকে মুক্ত করবে; তাকে আলোকিত ভবিষ্যতের পথে নিয়ে যাবে।

শ্রীদীপঙ্কর বিশ্বাসের কবিতায় ভাবাবেগের সমৃদ্ধি আর বুদ্ধির দীপ্তি দুই-ই আছে। কাব্যসাধনায় তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

নারায়ণ চৌধুরী

॥ সূচী-পত্র ॥

এই লেখকের—

নীলিম তরঙ্গ ছুঁয়ে (কবিতা)—নিঃশেষ

এক মুঠো ছড়া (ছড়া)— নিঃশেষ

শব্দের সবুজ সৈকত (গল্প)— যন্ত্রস্থ

মিষ্টি কড়া একশো ছড়া (ছড়া)— যন্ত্রস্থ

ভূমিজ সন্তান

আমি তোর ভূমিজ সন্তান
তুই আমার জন্মভূমি, পতিতা জননী !
ছিন্ন তোর ম্লানবেশ, দগ্ধ অভিমান
অঙ্গে তোর এত ক্ষত
কোন্ খানে ছোঁয়াবো প্রণাম ?
কিছু তুই বলবি না ?
অকম্পিতা স্তব্ধ বাক্য হীনা !
ভেঙ্গে গ্যাছে স্বপ্ন তোর ?
বুক জুড়ে ছেয়ে আছে অক্লান্ত যন্ত্রণা !
জীবন যুদ্ধময়—
ক্লান্তিহীন জীবনের গান
রক্তগত আমি তোর রক্তাক্ত সন্তান
কি ভাবে জানাবো আমি
ভূমি-লগ্ন এ দীর্ণ প্রণাম !
তুই তো গোলাপ ন'স
তুই আমার আধো জলে পবিত্র শালুক,
তুই আমার স্মৃতি সত্তা
কান্না-গাঢ় বুকের অসুখ ।
তোকে ফেলে কোথা যা'ব
কখনো কি যাওয়া যায় বল্ ?
তুই তো জীবন আমার
অনন্ত অন্ধকারে যন্ত্রণার আলোয় উজ্জ্বল
আমি তোর ভূমিলগ্ন ভূ-জাত সন্তান
সমস্ত অঙ্গে তাই ধূলিময় ঋণ
এ' ধূলো কি মোছা যায়
ধোয়া যায় এ' রক্ত কোন দিন ?

ছিন্ন মানচিত্রে

ছিন্ন মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমার স্বদেশ জেনেছি।
আমার হৃদয় থেকে উঠে আসে অতীতের অসহ যন্ত্রণা
চতুর্দিকে স্বদেশের ম্রিয়মান সীমানার বিধ্বস্ত ক্রন্দন
কোথায় বাড়াবো হাত ? চারিধারে হাহাকার 'হাকন্দ-পুরাণ'
আমার অহংকার এইখানে এই অন্ধকারে লালিত যন্ত্রণায় ম্লান
আমার সমস্ত গান প্রতিবাদী সত্তায় সত্য-অভিলাষী
বিষণ্ণ স্বদেশ আর আমার এই দ্বিধাদীর্ণ মাটি······
তোমাকে ভালোবাসার শর্তে আমার এই প্রতিদিনের প্রগাঢ় সংলাপ
তোমাকে ছুঁয়ে থাকার শর্তে আমার এই প্রতিদিনের রুদ্ধ অনুভব
কখনো কি ভ্রান্ত হয় ? কখনো কি মিথ্যা হ'তে পারে ?

তবুও সমস্ত ভুল, সমস্ত ভুল আজ ভেঙে যায়
মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, আজানের আহুত সন্ধ্যায়
রক্ত-ক্ষত আহত সত্তায় আমি আমার স্বদেশ চিনি

ছিন্ন মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমার স্বদেশকে আমি প্রণাম জানাই

প্রিয় মুখ

॥ এক ॥

আমার মায়ের মত প্রিয় মুখ, প্রিয় বুক ছুঁয়ে
তোমার হৃদয়। তুমিতো জান না দেশ
আমার এ' সীমিত বুকে কত ব্যথা
তোমারই যন্ত্রণায় নীরব অসুখ।

তবুও গোপন কান্না বোবা বুকে ঢেকে রাখি
অবিশ্রাম চেয়ে দেখি অ-বিকল্প তোমাদের
ক্লান্ত প্রিয় মুখ।

॥ দুই ॥

আয়নায় অ-বিরল স্বপ্নের সাধ
ভেঙে গেলে
তোমার হৃদয়ে তবু ছায়া পড়ে
আমার যতটা সুখ দুঃখ অভিমান
জন্ম থেকে ক্রম বর্ধমান
সে তোমার মুগ্ধ মুখচ্ছবি।

সংলগ্ন সত্তায়

এখন দেশের কথা কেউ বুঝি ভাবেই না আর।
এখন স্বদেশ মানে অ-বাস্তব মানুষের কিছু মূর্খ ক্লান্ত অনুভব।
এখন স্বদেশ মানে সম্পন্ন স্বার্থের সমৃদ্ধ সংলাপ।
এখনতো স্মৃতি সেই বঙ্গ-ভঙ্গ, জালিয়ান, নেতাজী-সুভাষ-ফৌজ
চট্টোগ্রাম, পাহাড়তল, ক্ষুদিরাম ইত্যাদির রাঙা ইতিহাস
স্বদেশে স্ব-জন হত দুর্বিসহ দাঙ্গার দুর্নিবার গ্লানি
এখন স্বদেশ মানে অতীতের স্মৃতিবাহী অনন্ত কাহিনী।

স্বদেশের কথা ভাবা এখন ভীষণ ভুল—প্রাজ্ঞদের প্রজ্ঞা উপদেশ
গণ্ডিমানা নিরাপদ, দুর্বলতা সীতার সম্পাত······
বার বার এত শাস্ত প্রান্ত উপদেশ, এত প্রত্ন শক্ত শিলালিপি
তবুও দেশের জন্য কেন যে বুকের মধ্যে অবিরাম রক্ত বরিষণ
কেন যে গভীর কান্না বার বার অনাশী স্পন্দন!

স্বদেশ কেমন ছিল বহু যুগ মানুষের আগে
অরণ্যের ছায়াতলে, নদীর সহজ ছন্দ গুহার গহনে?
সেখানে কি দেশ ছিল? বিদ্বেষের বিপুল উল্লাসে
অগ্নিবাহী জীবনের সাংকেতিক চেতনার তীরে?
কিছুই ছিল না শুধু আরণ্যক অনুভূতি, অন্ন অভিলাষ?
স্বদেশ সমস্ত ছিল—অথবা স্ব-দ্বেষই ছিল সমস্ত বিলাস?

আমাদের দেশ আছে। আরো আছে স্ব-দেশের সূক্ষ্ম অনুভব,
তারো চেয়ে বেশি আছে এ বোধ অতিক্রান্তী হয়ত কিছু সূক্ষ্মতর
অথবা প্রগাঢ় কিছু স্বার্থ-মগ্ন প্রয়োজন প্রাণ-প্রিয় আর্থ-সামাজিক।
হয়ত সকলই ঠিক—শুধু আছে মাত্রাগত গভীর প্রভেদ,
আছে কিছু কান্না-ঘন নির্জনের নিরুত্তাপ স-করুণ ক্লেদ।

এখন স্ব-দেশ মানে পৃথিবীর মানচিত্রে ভাঙা চোরা রেখার অন্বয়
এখন স্ব-দেশ মানে পাহাড় নদীতে ঘেরা ভৌগোলিক স্থান
এখন স্ব-দেশ মানে ভাষণে ও গানে গানে বিমুগ্ধ বিলাস
এখন স্ব-দেশ মানে বিধ্বস্ত ঐতিহ্যে কষ্টকল্প করুণ আখ্যান
এখন স্ব-দেশ মানে সমস্যায় সমাচ্ছন্ন সমূহ সময়
এখন স্ব-দেশ মানে বিক্ষোভ অভিমান রক্তগত ভয়।

তবুও আমার দেশ আ-বিশ্ব আমার প্রত্যয়
এ' দেশের প্রতি প্রান্তে আমারই তো জন্ম-অধিকার
এ' দেশের ক্লান্তি ক্ষোভ অপমান অনন্বয় আমারই তো ভয়
এ' দেশের দুঃসময় বিনিদ্র চেতনার অ-সহ্য প্রহার
সংলগ্ন সত্তায় তাই সতত্বম এই দেশ—স্ব-দেশ আমার।

সমস্ত দেশই তো তবু আমাদের স্ব-জন স্ব-বাস
সমস্ত অরণ্যের অনিবার্য—অন্বয়ের ভাষা
সমস্ত মানুষের সমধর্মী সহবাস জীবন-পিপাসা......

স্ব-দেশীয়

বুকের গহনে এখন অনেক ব্যথা
এই আমার স্ব-দেশকে ভেবে ।
মাটির নিবিড় গন্ধ বুকে ঢেউ তোলে
ভাতের আমানি হ'য়ে অটল আদর্শ ঝরে......
যন্ত্রণার নীরব ক্রন্দণ বুকে স্বপ্ন-ধোয়া আহত যৌবন ;
জীবনের সু-মন্ত্রণা অতল আঁধারে !
শিশুর নীরব কান্না, জননীর ক্লান্ত মুখ,
স্খলিত যুবক এবং এমনই অবাঞ্ছিত
অবিরত রূঢ় দৃশ্য
স্ব-দেশের ক্যানভাসে বিজ্ঞাপনে গান গায়
এখনও এ' শতাব্দীর সমর্থ প্রহরে ।

মহিমার থেকে দূরে

তবুও তো মনে হয়
যন্ত্রণায় ছিন্ন ভিন্ন সমস্ত হৃদয়
এই প্রেম স্বদেশ বা স্বাধীনতা
গীতিমালা অভিমান কিংবা অভিনয়...

আসলে মানুষ যদি মহিমা ছাড়িয়ে তার
বহুদূর চলে যায়
মানুষ থাকে না আর গহন হৃদয়ে;
তারপর
বয়ে নিয়ে চলা অবিরাম
সাজ সজ্জা সত্তার ভান
যারা বোঝে তারাই কি শুধু ব্যথা পায় ?
বুঝেও বোঝে না যারা
তারা কি সুরের ভুলে আ-জীবনই গেয়ে যায়
অথবা গেয়েই যাবে
সেই মূঢ় মুগ্ধ অভিমান—

স্বদেশে স্ব-জন এলে

স্বদেশে স্ব-জন এলে কিছু কিছু মানুষের ভয়
মুখ থেকে মুছে গেলে তবুতো চোখের মাঝে রয়।
জেগে রয় অবিরাম অ-স্বস্তির নিদ্রাবিহীনতা
—এ কথা তো বহুবার বাতাস গিয়েছে বলে
বলে গ্যাছে আমাদের প্রাজ্ঞ পারমিতা।

প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রখর রোদ মুছে গেলে
তবুও থেকেই যায় কিছু কিছু মূর্খ আবিলতা।
কেন থাকে, কেন বা এমনই হয়— আমরা বুঝিনা
হয়ত বুঝেও ঠিক বোঝাতে পারিনা কিম্বা
বোঝানোটা নিছক নির্মম!

স্বদেশে স্ব-জন এলে কেউ কেউ সুখি হয়
অথচ সবাই নয়, কোনদিন এবং কখনো।
নিজস্ব ব্যাপ্তি যদি ভেঙে যায়
আপন মহিমা যদি ম্লান হয়
তাই ভয়
গভীর সংশয় তাই বয়ে আনে
সংকট, ক্লেদ আর ভীষণ বিস্ময়...

প্রয়োজন

সমস্ত জীবন ধরে যদি
তোমার স্বপ্ন সাধ
সমস্ত হৃদয় থেকে তুলে ধরো
তোমার এই স্বদেশের কাছে
অনন্ত কাল যদি বিস্ফারিত চীৎকারে
বাতাসে মিশিয়ে দাও ও ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ
নতজানু হয়ে যদি প্রত্যেকের কাছে বলো
স্বদেশ বা জগতের বীভৎস বিকৃতির ব্যথা
—তবুও কি সাড়া পাবে?
অবিশ্বাস, পরস্পর সুনিগূঢ় দ্বেষ
আত্মস্বার্থ চরিতার্থে কী ঘনিষ্ঠ ঘৃণা উপাসনা—
পৃথিবীর এ নগ্ন বাসনা আজ রক্তাক্ত লোলুপ
ব্যর্থ সব বিলাসিত আন্দোলন শুধু—
এখন বুকের মধ্যে সকলেরই প্রয়োজন
ঐকান্তিক উদ্বোধন
কান্না শুধু—
কান্না শুধু—
কান্না শুধু,
কবি।

তোমার জন্য

কেবলই তোমার জন্য এত অভিমান
কান্নার করুণ কাহিনী
কেবলই তোমার জন্য বার বার পথ চাওয়া
বয়ে আনা হৃদয়ের বাণী।

কেবলই তোমার স্পর্শে চেতনার দীপ্ত উদ্ভাসন
কেবলই তোমার জন্য জীবনের এত আয়োজন
হে জননী, হে জীবন স্বদেশ আমার।

কেন যে এমন দেশ

এখনো বুঝি না আমি কেন যে এমন দেশ,
কেন যে এমন ম্রিয়মান, আঁধারের কত মেঘ,
নীতি নিয়মের নামে ভীষণ বঞ্চনা—
কী আশ্চর্য সহ্য শক্তি এ'দেশের মানুষের বুকে
অক্লান্ত বো:ঝার ভারে নতজানু ক্রীতদাস করুণ বিবেকে।
অথচ এমনই দেশ—এদেশে জ্বলেছে সূর্য
রক্তাক্ত ইতিহাসে মানুষের তূর্য অভিমানে
শব্দ স্মৃতি ইতিহাসে তাও ম্রিয়মান ?

আমরাও সমস্ত স'য়ে গিয়ে স'য়ে গিয়ে শুধু
প্রতারণা শষ্যে, দুধে, ওষুধে, জীবনে
শুদ্ধ বোধ, সততার চিহ্ন মুছে মুছে
কলকারখানা, ক্ষেত, কিম্বা নদীর জলে
ঘোলা জলে অবিরাম খেলা ক'রে
স্বদেশের নাম কিম্বা সহজ সুনামে—
নারীর শরীর ছুঁয়ে ছেলে ছুয়ে চলে যাব
বলে যাব— এ ভাবেই বেঁচে থাকো বড় হও বাছা ?

পৃথিবী প্রাচীন হ'বে আমাদের এই ক্লান্ত দেশে
এই ভাবে এবং অক্লেশে !

দেশকাল ভালোবাসা

দেশকাল ভালোবাসা স্বদেশের প্রমত্ত পিপাসা আমার
সব কিছু ছিঁড়ে যায় হতাশ বিক্ষোভে। ধানের ক্ষেতের থেকে
দীর্ণ-শ্বাস ছুটে আসে, কল কারখানা ভাসে শোষণের
শুষ্ক ইতিহাসে। প্রবঞ্চিত পরমায়ু স্ব-দেশীয় আকাশের
অবাক্ বিস্ময়। হায় মূর্খ ইতিহাস, সূক্ষ্মতর সভ্যতার লোভ।
আমার ব্যাপ্ততর বিশাল বিক্ষোভে আমি বিশ্ব-ব্যাপী ক্রূর প্রতিশোধ
বোধহীন শীত-ঘুম মানুষের সন্ধি-বদ্ধ কাতর হৃদয়ে।

এমন নষ্টতর পৃথিবীকে আমি আর কখনো ছোঁব না বলে
শপথ শানাবো? জানাবো কোথায় তবে কার কাছে এই ঘৃণ্য
জিঘাংস বিক্ষেপ? মর্মহীন মিছিলের মূর্খ পরিণাম
কতকাল আমার বুকের শব্দে খেলে যাবে বিলাসের ব্যর্থ বালিহাঁস!
সামুদ্রিক সভ্যতার সঞ্চারিত বেলাভূমে স্তূপীকৃত
লোভ-মগ্ন লালসার লোলুপ নির্মাণ!

আলো পাওয়া যেতে পারে, পাওয়া যায় অবিশ্রাম উত্তরণ শেষে
আবার নতুন গল্প লেখা হবে আমাদের পৃথিবীর দেশে।

পিপাসা

অবিশ্রাম বর্ষণে যখন বিপন্নবোধ
নিমগ্ন নিয়ত স্বার্থে ব্যাপ্ত চরাচর
প্রত্যাশার প্রত্যন্ত দেশে তখনো বিশ্বস্ত রোদ
শুদ্ধতম কিছু সাধ হৃদয় নির্ভর !

সর্ত ভুল। মোহমুগ্ধ প্রবঞ্চিত তুমি
লক্ষ্যভ্রষ্ট, নষ্ট-লগ্ন প্রাণ
কি কথা শোনাবে কাকে ? দেশকাল ভূমি
বিষাক্ত মন্ত্রে মুগ্ধ। ব্যর্থ অভিমান !

কে তোমাকে ছায়া দেবে ? কে দেবে সে জীবন সন্ধান ?
আমরা জাগর মূর্খ। মৃত্যুবাহী সাধ
অসহায়। স্বার্থ-বাষ্পে মঞ্চে মঞ্চে সাম্যের গান
অমৃতের ভাণ্ড ভেঙে জঘন্য বিবাদ।

কেউ নেই। ও' বাণী শোনাবে কার কাছে ?
কোন্ ক্রীত তন্ত্রে মন্ত্রে বন্ধ্যা আশা—
মুক্তি আছে স্বদেশ আর সততার কাছে
অন্ধকারে চাই শুদ্ধ আলোর পিপাসা।

স্ব-দ্বেষে তাই স্বপ্ন ভাঙি

স্ব-দেশ আমায় কি দিয়েছো ?
ফুল মাটি জল ?
আর কিছুনা ?
প্রবঞ্চনা ? রক্ত-জমা কী যন্ত্রণা !
আরো কিছু, অনেক কিছু দাওনি তুমি
হে প্রিয় দেশ, স্বদেশ আমার জন্মভূমি।
ফুল দিয়েছো ? পাপড়ি মেলার স্বাধীনতা
কৈ দিলে কৈ ?
বুকের মধ্যে তাই তো আজও কান্না অথৈ।

বাঁচার মত জীবন যারা দেয় না তারাই এখন বড়
স্ব-দেশ-প্রেমী পূজ্য দামী
মুখের'পরে সাজিয়ে মুখোশ
তারই এখন ভীষণ নামী !
স্ব-দেশ, তোমায় ভালোবাসার
সব অধিকার তাদের শুধু ?
যারা তোমার স্বপ্ন আমার
করছে ভেঙে শ্মশান ধূ ধূ...

স্বদেশ, তোমার অনেক মাটি দু'হাত ভ'রে নিলাম বুকে
ভেবেছিলাম হ'ইবো স্বাধীন, রইবো সুখে—
তাই দিল কৈ ?
স্ব-দ্বেষে তাই স্বপ্ন ভাঙি, যন্ত্রণা বই।

হে প্রিয় দেশ; স্বদেশ আমার জন্মভূমি
আরো কিছু দেবার ছিল দাওনি তুমি

যে ছেলেরা

যে ছেলেরা ভেবে ভেবে রাত্রে
সাগর পেরোতে চায় সাঁতরে
সুগভীর সু-কঠিন চিন্তার
অনাগত আবাহনী দিনটার

যে ছেলেরা ভুলে গ্যাছে ছন্দ
স্বাভাবিক সহজাত জীবনের
চারিধার ঘিরে আছে দ্বন্দ্ব
ভাঙাচোরা আশা মন মননের

যে ছেলেরা চায় আজো বাঁচতে
শপথে যাদের সৎ রক্ত
স্বদেশ বা স্বদেশীয় স্বার্থে
যে ছেলেরা আমরণ ভক্ত

যে ছেলেরা ব্যথা বয় বুকে ঢের
যে ছেলেরা দিন গোনে আগুনের
অনাচারে যে ছেলেরা ক্ষিপ্ত
প্রতিবাদে প্রতিরোধে দীপ্ত

সেই সব ছেলেদের জন্য
ভাবনা কি অহেতুক ? ঘৃণ্য ?
এই দেশ এই জনারণ্য
রাখবে না তারা শেষ চিহ্ন !

বন্দী—রবীন্দ্রনাথ

[১৯৭৬এ জরুরী অবস্থার শিকার রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য রেখে]

'কবিগুরু; তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই'

অথচ বিস্ময় জাগে তুমিও বন্দী হও
সংকীর্ণ মানসিকতায়, অ-নৈতিক ঘৃণ্য নাগ-পাশে।
সভ্যতার সূর্য বুঝি আলো দেয় বিবেকে অটেল,
নিত্য জাগে তাই বুদ্ধি, চিন্তা অভিনব— ?

রশ্মি যাঁর দুর্জয় দুর্বার
কীর্তি যাঁর এ' বিশ্ব-বিথার
কণ্ঠ যাঁর চির-মুক্ত প্রাণের উল্লাস
সুর যাঁর চিরন্তন জীবন-প্রকাশ
সত্তা যাঁর প্রাণে প্রাণে চলমান জীবন স্পন্দনে
কে বাঁধে সে মহাশক্তি কিসের বন্ধনে !

তবুও রবীন্দ্রনাথ তুমিও বন্দী হও নগ্ন নাগপাশে
স্ব-জন স্বদেশে ভ্রান্ত ধূসর আকাশে
তুমিও সংকীর্ণ হও, খণ্ডিত অথবা বিকৃত
স্ব-দেশ নীরব সাক্ষী বিপন্ন আপ্লুত।

শুধু কি গৌরবে কবি ? তুমিও তো বেঁচে আছো ক্লেশে
গুলিবিদ্ধ কোনো বঙ্গে, বন্দী কোনো দেশে।
তবুও শঙ্কিত নই জানি তুমি এ' বিশ্ব বন্দিত
মুষ্টিবদ্ধ মূর্খতায় রবি-রশ্মি হয় না খণ্ডিত ॥

---

* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাঙতে রাজি

যখন ভীষণ অজ্ঞ ছিলাম ভেবেছিলাম
ভাঙা মানে ক্ষয় ক্ষতি আর প্রবঞ্চনা—
এখন ভাবি ভাঙা মানে সত্যি কি তাই? আর কিছুনা?
নিত্য যখন অভিজ্ঞতা ভাঙছে আমায় অবিরত—
বেশ বুঝেছি আগের চিন্তা মিথ্যে কত।

ভাঙা মানে বৈশাখী ঝড় অঙ্কুরিত নতুন তৃণ—
ভাঙা মানে পেরিয়ে আঁধার আলোর প্রহর নতুন দিনও।
ভাঙা মানে জীর্ণ দিনের পলেস্তরা মুছে ফেলা
ভাঙা মানে ভাঙার নামে নতুন কিছু গড়ার খেলা।

যখন ভীষণ ছোট ছিলাম মনে মনে
ভাঙার নামে ভয়কে পেতাম সংগোপনে—
এখন যখন ভয়কে ভেঙেই যাবার পালা
বুঝেই গেছি ভাঙায় শুধু নেই যে জ্বালা।

ভাঙার মধ্যে আছে অনেক বিদ্রোহ আর প্রতিশ্রুতি
ভাঙার মধ্যে গুপ্ত আঁধার লুপ্ত করার প্রবল দ্যুতি।
ভাঙার মধ্যে নতুন জীবন, সবুজ আকাশ, দীপ্ত দাহ
ভাঙার মধ্যে মুক্ত স্রোতে নিবিড় নিপুণ অবগাহ।

নতুন কিছু গড়ার জন্য নতুন ক'রে ভাঙতে রাজি
ভাঙা-পাথর পথ পেরিয়ে নতুন পথে হাঁটব আজি।

মুক্তির ডাক

[সত্তর দশকে দেশের রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির দুর্বার দাবি বুকে নিয়ে]

কারাগার ডেকেছিল একদিন
আবার ঐ ডাক আসে মুক্তির
মানবতা বিবেক আর যুক্তির।

ফিরে এসো ভাই সব ভগ্নী
আমারা প্রতীক্ষায়
জ্বেলে নিয়ে অভিষেক বহ্নি।

একদিন ডেকেছিল কারাগার
মুক্তির দাবি আজ দুর্বার
এসেছে সময় ঘরে ফিরবার।

ফিরে এসো ভগ্নী ও ভাইসব
এখনো হয়নি শেষ
সংগ্রামী জীবনের উৎসব।

এখন রক্তে মুছে ক্লান্তি
সংকট কিছু ভুল ভ্রান্তি
মৃত্যু পেরিয়ে আনো শান্তি।

কিছু অপ্রিয় ছত্র

১।　দেশ পতি সাজা সব পুঁজি পাটি গোটাতে
স্বার্থের টিকি খানি বেঁধে রেখে খোঁটাতে।

২।　যতই কর মিছিল সভা যতই গড় দল
অন্তরে না শুদ্ধ হ'লে সকল যে বিফল।

৩।　ভোটের আগে জোটের লড়াই, জোটের পরে গদি
তার পরে দল ভাঙার খেলা, সাধ না পুরে যদি।

৪।　যারা চেনে দেশকে তো নয়, স্বার্থ লোভের অঙ্ক—
দেশ-দরদী তারাও নেতা— অপূর্ব এ'রঙ্গ।

৫।　যতই বল উঁচিয়ে গলা কেউ নয় ঠিক সাঁচ্চা
গলদ সবার আছেই আছে মণ, কেজি, পো, কাঁচ্চা।

৬।　সবাই নাকি ভাবে এখন ত্যাশ ও ত্যাশের জন্য—
আমি কিন্তু উল্টো ভাবুক— ভাবনাটা তাই অন্য।

৭।　দূর দূর কদ্দূর যাওয়া যায় বল্তো?
কিছু কিছু মুখ্যুখ ধরে ফ্যালে ছলতো।

৮।　তুমি প্রভু দেশের রাজা, পিতা মাতা ঈশ্বর
আমরা তোমার ভৃত্য মন্ত্রী তোমার কৃপা-নির্ভর।

৯।　তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু ভিক্ষা-পাত্র হাতে
আর কি চাইব ভোট-ফল টুকু দিও তুমি শুধু তাতে।

১০।　কত যে তন্ত্র, কত না মন্ত্র কী উদার, কী মহান্
তবু তুমি দেশ উপহার দাও কেন মৃত সন্তান!

আমার চৈতন্য ঘিরে

আমার চৈতন্য ঘিরে তোমার হৃদয়
প্রিয়তম স্ব-দেশ আমার।
কত বার মনে করি অনেক গভীর ক'রে
দু'হাতে তোমাকে ছুঁই
—কিছুতে পারিনা।
কিছুতে পারি না আমি তোমার অমলমুখে
আকাশ ভাসাতে—
আকাশ তো সুখে থাকে
যন্ত্রণার গভীর দুঃখ
কুরে খায় মাটির হৃদয়।
এখন অনেক ব্যথা আমাদের বুকে বুকে
অনৈক্যের গভীর সংঘাত
এখনও অনেক রাত প্রাত্যহিক আলোর গভীরে।
দিন যায়, অথচ তোমার মত
যা তোমার হওয়া বাধা ছিল
সে তেমন হ'তে পার কৈ ?
ডানা ভাঙা প্রত্যাশায় অসহায় চেয়ে দেখি
বিপুল বিরুদ্ধ স্রোত মুছে নিয়ে চলে যায় সবুজ ক্যানভাস,
অভিমানী ক্ষত শুধু ছুঁয়ে থাকে গভীর হৃদয়।
দিন যায়। সবুজ সতেজ স্বপ্ন এই ভাবে মুছে যাবে শুধু ?
ধূসর ধূসরতর সব আলো ম্লান ?
হে ক্লান্ত অনাদৃত স্বদেশ আমার।
তোমাকে কি দেব বলো
শূন্য নয়, শূন্যতর হাত।
আমাদের নির্লজ্জ সংঘাত
বার বার ভেঙে দ্যায় দীপ্ত অভিলাষ।
তবু হে স্ব-দেশ
আমার চৈতন্য ঘিরে তোমার হৃদয়
আমার যন্ত্রণায় তোমার লালিত মুখ
হে ব্যর্থ, বিপর্যস্ত লগ্ন হত স্বদেশ আমার।

দেশের জন্য

আমার দেশের জন্য আমি এক খানা গান ভেবে ছিলাম
একখানা গান—
　　একটা অস্ত্র
　　　　একটা শপথ
　　　　　　এক মুঠো খুন
　　　　　　　　অজস্র লাল
　　　　　　　　　　নতুন সকাল।
আমার দুঃখী দেশের জন্য বুকে আমার ভীষণ জ্বালা
দু'চোখ ভরা অশ্রু পাথার আজন্মদিন,
স্বপ্ন ভাঙা পাখির মত কী যন্ত্রণা !

আমার বুকের মধ্যে একটা পোষা আগুন
আমায় শুধু তপ্ত করে　দীপ্ত করে　ক্ষিপ্ত করে
দাবানলের বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়ার যুক্তি ধরে......
দুঃখী আমার দেশের মাটির মগ্ন মৃত মর্ম থেকে
ব্যথায় বিলীন নীল আকাশে কান্না ভাসে
তাই তো আমার দেশের জন্য শান্ত বুকে অশান্ত ঢেউ
মাদল বাজায় দারুণ দ্রোহ
—আমার কাছে সান্ত্বনা তায়, সেটাই জীবন, সেটাই মোহ।

আমি আমার দেশের জন্য ছবির আকাশ ভেবেছিলাম
যেই ছবিতে নতুন স্বপ্ন, নতুন শপথ,
সেখান থেকে যাত্রা শুরুর সমস্ত দেশ সমস্ত পথ।
আমি আমার দেশের জন্য সারা জীবন
　　আমার রক্তে
　　　　আমার স্বপ্নে
　　　　　　সেই শিহরণ,
　　　　　　　　আমি আমার
　　　　　　　　　　দেশের জন্য
　　　　　　　　　　　　ভিন্ন ভীষণ !

তবুও দুরন্ত স্রোতে

আমার দেশের শিল্পী ছবি আঁকে নগরীর ফুটপাতে
হতাশার অবাক্ ক্রন্দনে,
আমার কবির মুখে অবিরাম রক্ত ওঠে
যন্ত্রণার নিপুণ সংঘাতে।
আমার দেশের শিশু স্কুলে যায়
শিক্ষা নয়— এক টুকরো রুটির সন্ধানে।
আমার দুখীনী মা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে
দুয়ারে বিকোয় তার সব অভিমান

অন্য দিকে বিলাসের বন্যা বয়।
—আমরা গাই প্রগতির গান......
আকাশ কাঁপানো কণ্ঠে স্ব-দেশীয় ভালোবাসা
আমাদের নেতাদের মুখে,
ম্যাপলিথো কাগজের ভাঁজে ভাঁজে লেখা হয়
উন্নতির অমোঘ অহং,
আলোর সাজানো মঞ্চে অভিনয়
করতালি কেঁপে ওঠে মূর্খ অনুভবে।
অবৃষ্টি ক্ষেত মোছে, বন্যা এসে ধুয়ে দেয় সবুজ ফসল
বিলাসী কোয়ার্টার থেকে আমরা ভাসিয়ে দি—
বেদনার সমব্যথী নয়নাশ্রু দান

তবুও দুরন্ত স্রোতে আমার স্ব-দেশ ছোটে
যদিও একটি পা অবিরাম বাঁধা থাকে অনেক পিছনে।

সময়

জন্মদিন ভুলে গেছি, ভুলে গেছি জন্ম-মাস,
ভুলে গেছি ছকে লেখা সবুজ জীবন।
এখন এই পৃথিবীর প্রতিদিন প্রতিমাস
আমার জন্মদিন জন্ম-মাস বলে মনে হয়।

মনে হয়,
পৃথিবীর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার, ঔরসে আমার জীবন।
স্ব-দেশের পথে ঘাটে আমার মায়ের মুখ
পিতার প্রগাঢ় ক্লান্তি বাতাসে মিলায়।
এখন আমাকে নিয়ে প্রতিদিন খেলা করে
ভাঙে গড়ে আমাকে এ' সতর্ক সময়।

ভুলে গেছি জন্মদিন, তবুও কি জন্ম-দাগ
শেষাবধি মুছে যেতে পারে ?
অন্ধকারে কাদের কাতর কান্না আমাদের বুকে খেলা করে !
খেলা করে ? খেলা করে শুধু ?
যন্ত্রণার তীব্র দাবদাহে মুছে যায় স্বপ্নের সমস্ত শিশির।

সময়ের হাত ধরে ধরে
আমার ধূসর ঘরে নিয়মের নামতা লিখে রাখা
ছিন্নম্লান ক্যানভাসে জীবনের জীর্ণ ছবি আঁকা
—কে চায় ? তবুও তো পেয়ে যায় অমোঘ ইংগিতে
সময় সতর্ক বড় বয়ে যায়, দিয়ে যায় স্বপ্ন-ভাঙ্গা ভয়
প্রতিদিন ভাঙে গড়ে, খেলা করে আমার অস্তিত্ব নিয়ে
অন্তহীন হিরণ্য সময়।

রাত্রির ঘনকালো

[আসামের বীভৎস গণহত্যার রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে]

হাজারো চোখের সোনালী স্বপ্ন মুছে
রাত্রির ঘন কালো
নিয়ে এলো যারা বর্বরতার নৃশংস উল্লাসে,
বাতাসে মেশালো মৃত্যু-দীর্ণ অ-সহ আর্তনাদ
মানুষের ঘৃণা, মানুষেরই প্রতিবাদ
অম্লান হ'য়ে জ্বলুক, তিমির ত্রাসে।
মানবতা হীন এ' মহা-হিসাব ইতিহাস নেবে বুঝে।
ইতিহাস নেবে খুঁজে।
খুঁজে নেবে এই খুনের অতলে জীবনের আকুলতা
খুঁজে নেবে এই রক্ত-সাগরে ক্ষয়িত স্বজন ব্যথা।
ফসিলেরও বুকে এ' রক্ত-দাগ রেখে যাবে স্বাক্ষর
কত প্রজন্ম কত ভাবে পার হ'বে—
তবু এ' হিসাব বিস্মিত বুকে তুলবে তুমুল ঝড়।
কালো ইতিহাস কালোপাথরেই থাকবে কি মাথা গুঁজে?
ইতিহাস নেবে বুঝে!

১৯৮০র জানুয়ারিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উত্তর কামরূপের পোলো-কাটা, সুকালমুয়া, নাহরবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া বাংলাভাষী মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এর পরে ১৯৮৩র ফেব্রুয়ারিতে নেলী ও শীলাপাথরে ঘটে অবর্ণনীয় গণহত্যা। নেলীর সে মর্মান্তিক হত্যা-লীলায় প্রায় এক হাজার শিশু সহ চার হাজারের মত মানুষ নিহত হন। আঞ্চলিকতার অন্ধ আক্রোশ কী ভীষণ!

নষ্ট

সমস্ত সুস্থ বোধ ধ্বংস করে দিয়ে যায়
আমাদের নষ্ট রাজ-নীতি। আমাদের
বিশ্বাসের সবুজ পল্লব ঝরে শুষ্কতার
বিষাক্ত নিশ্বাসে। নিভে যায় আলো।
ভেসে যায় সংসারের শুদ্ধ পরিণাম,
বিনম্র বিশ্রাম। ঘর ভাঙে, দেশ ভাঙে,
ভেঙে যায় হৃদয়ের বিশ্বস্ত নির্মাণ;
থেমে যায় আকস্মিক জীবনের গান।
আমাদের নষ্ট রাজনীতি প্রতীতির
শর্ত ভাঙে, বুনে যায় অনুদ্ভাস ভীতি।
আমাদের নষ্ট রাজ-নীতি মৃত্যু আনে
দিয়ে যায় মৃত্যু-হীন স্মৃতির সংলাপ।
আমাদের নষ্ট রাজনীতি বুকের উর্বর ভূঁইয়ে
বুনে যায় পাপ, কান্না, গ্লানির সন্তাপ।

এ জীবন নয়

সৎ বিক্ষোভ আমরা গিয়েছি ভুলে ?
ভাঙা রাঙা দাবি তুলে
পথে পথে ভাবি সূর্যের সহযাত্রী
আসলে আমরা পেরোতে পারি না রাত্রি ।
আমাদের মুখ আমাদের মন ভিন্ন
স্বপ্নেরা সব ঝড়ে ঝঞ্ঝায় ছিন্ন ।
আঘাতে ব্যাঘাতে অনেকটা গেছি মরে
বাঁচা নয় য্যান টিকে থাকা ঘুম-ঘোরে ।
প্রতিবাদ-হীন আমরা রাত্রি দিন
শক্তি হারিয়ে ক্রমশ হ'য়েছি ক্ষীণ ।
একদা যাহারা হৃদয়ে তুলতো ঝড়
আজ তারা মৃত শুধু স্মৃতি-নির্ভর ।
হৃদয়ে লালিত শোভন চিন্তাগুলি
মুছে দিয়ে গ্যাছে কালো-রাত্রির তুলি ।
কিছুই হ'লো না, কিছুই হ'বে না ভেবে
না হ'বার সেই অতলেই যাই নেবে ।
মিটে গ্যাছে য্যান স্বপ্ন-লালিত আশা
বুঝে গেছি এই জীবনটা এক পাশা ।
অথচ শিখিনি নিপুণ নিখুঁত চাল
তাই তো কঠিন জীবনে মেলে না তাল ।
বিশ্ব-বিমুখ জীবন আপন ঘরে
সেখানেও তবু অসহ কান্না ঝরে ।
মানুষ অথচ মানুষের থেকে ক্রমশ গিয়েছি সরে
মরিনি তবুও বহুবার মরি মৃত্যুরও আগে মরে ।
এটা কি জীবন ? এ' জীবন নয়; জীবনের উচ্ছিষ্ট
কান্নায় ভরা এ' কাহিনী তবু আমাদের অবশিষ্ট ।
অদৃষ্ট ব'লে মিথ্যায় একে অভিশাপ দেওয়া শুধু
আমরাই মনে গড়ি শ্যামলিমা আমরাই মরু ধূ ধূ ।

স্বপ্ন

সবারই স্বপ্ন থাকে। ছোট বেলার দুরন্ত দোলায় দুলে রামধনু রঙে
মন ভরাতে ভালো লাগত ভীষণ। ভালো লাগত বড় হবার জন্য।
বিভূতিবাবুর অপু দুর্গার বয়স ছাড়িয়ে যখন আরও একটু ধীমান হৃদয়
একটা দুর্জয় সংকল্প তখন সংলাপের কানে কানে সমর্থ
সাহস। অবন-ঠাকুরের ভারত-মাতার ছবিটা চোখ পেরিয়ে মনের
মধ্যে অবিরাম দৃষ্টি মেলতো। পরে শিখে ছিলাম, দেশ কোন
দেবী নয়—দেশ মানে অস্তিত্বের অ-সহ সংগ্রাম। শিখে ছিলাম,
স্ব-দেশই স্ব-দেশের সতর্ক শিকারী। শিখেছিলাম, গভীর দুঃখেই
য্যামন দেশকে ভালোবাসা যায়, ভালোবাসতে গেলেও
চায় ততোধিক মর্মদাহী ব্যথা। বুঝেছিলাম, হৃদয় রক্তাক্ত হ'লেই
পাওয়া যায় পরম আস্বাদ। এখনতো নির্বিচারে নীতির দণ্ড ভাঙে,
আলো নেভে সামুদ্রিক ঝড়ে। এখন তো তারাই মরে, ক্ষুদ্র স্বার্থ হীন
যারা বাইরে ও ঘরে। অ-বিরাম উপেক্ষিত নষ্ট উপদেশে
কেটে যায় জীবনের বেলা। তারুণ্যে লালিত স্বপ্ন ভেঙে যায়
বীভৎস বাধায়। এখন দেশের নামে কান্না বই বেশি।

এখন স্ব-দেশ মানে মানহীন মানুষের কিছু লুব্ধ, ক্রুদ্ধ কোলাহল।
এখনতো স্ব-দেশেই ভেঙে যায় স্ব-দেশের স্বপ্ন সুখ সাধ।
আসলে স্ব-দেশ নামে আমাদের চেতনায় দীপ্ত কোন অভিলাষ নেই
অথবা যাদের থাকে, ভাঙে তাও বিরুদ্ধ আঘাতে।

সবারই স্বপ্ন থাকে। আমাদেরও ছিল স্বপ্ন মাখা সাধ।
অথচ দেশের জন্য স্বপ্ন রাখা অ-বিরাম রক্তাক্ত বিষাদ।

সভ্যতার নিহত সন্ধ্যায়

[১৯৮০ ত্রিপুরার মান্দাইয়ের মানবতা-লাঞ্ছিত নির্মম
মৃত্যু-লীলার ঘ্রাণ বুকে নিয়ে]

হায় মান্দাই ! শূন্য শ্মশানে কাঁদে ব্যর্থ মানবতা
বিচ্ছিন্ন সংহতি আর রক্ত-গাঢ় ভয়
নিহত প্রতীতি আর দগ্ধ হৃদয়।

বৃষ্টি থেমেছে বুঝি ! চোখ ম্যালো নীলাভ আকাশ
বাতাসে বারুদ-ঘ্রাণ, রক্ত-অভিশাপ;
অরণ্য-আদিমতা ঔদ্ধত্য উল্লাসে ভাবে
কার পাপে হুতাগ্নি আহুতি !

হে জননী ! হে আমার বিনিদ্র বেদনা
ঐ দ্যাখ, ভূমিলগ্ন যন্ত্রণায়
তোমার চৈতন্য আজ চিতাগ্নি দাহিত
মর্ম প্রবাহিত স্রোত রক্ত-কলঙ্কিত।

হে অরণ্য, হে পর্বত, হে আমার আদিম আকাশ
তোমাদের বুক ছুঁয়ে আমাদের এ' ঘৃণাতম মূঢ় ইতিহাস
সাক্ষী থাক বিপন্ন বিশ্বাসের বিষে।

হে আমার ক্লান্ত মান্দাই—
তোমার কান্না আজ লেখা থাক
আমাদের সভ্যতার নিহত-সন্ধ্যায়।।

আমার মাটির ঘরে

আমার মাটির ঘরে প্রতি দিন স্বপ্ন ঝরে পড়ে
আকস্মিক অসুখ আর দুর্বিসহ দৈন্য দুর্বিপাকে
শীতের কুয়াশা এসে প্রতি দিন ভ'রে থাকে
আমার সাজানো গাছে,
পাখির পালকে ।

ডানা থেকে অবেলার জল ঝেড়ে
যতই আকাশে উড়ি
রোদের উত্তাপ যেন গায়েই লাগেনা ।
পাঠশালা থেকে শেখা
নামতার অঙ্ক আজ কিছুই মেলে না,
মেলে নাকো সেই সব সদাসয় গুরুর হৃদয় ।
আঁকা-বাঁকা গ্রামের পথের থেকেও
আজ বড় বেড়ে গ্যাছে জীবনের পথ ।
রাজপথ ? জীবনের চলা পথে মেলে না সাক্ষৎ.

এখন দুদিন বড়—
মৌসুমী ঝড়ে ভাঙে সাজানো সংসার ।
গভীর জলোচ্ছ্বাসে নিভে যায় অনিবার্য আলো ।
আমার স্বপ্ন ঝরে প্রতিদিন
ক্রুদ্ধ ইঁদুর যেন কুরে খায় গৃহস্তের ভিত ।

সংঘাত

সে দোষ তো তার নয়
ইতিহাসই তার বুকে রেখে গ্যাছে অনন্তের ভীতি,
প্রতীতি হারিয়ে গ্যাছে আকস্মিক ঝড়ে ভাঙা অশ্বত্থের মত।
ক্ষত তার গভীর বুকের মাঝে
রক্তাক্ত ক্রন্দনে।
মানবতা মেরো নাকো—মানব পূজারী তবু
পৃথিবীতে এসে কেউ বলে,
কেউ কেউ বলে ছিলো বাতাসে মিশিয়ে তার
বিমর্ষ প্রার্থনা।
কেউ কেউ বলে যাবে আ-জীবন, আ-মরণ
এই সব মৃত্যু-ঘন জীবনের কাছে।

আসলে আঘাত এসে ভেঙে গ্যাছে
হৃদয়ের সম্প্রীতির সাধ,
আর্তনাদ ছেয়ে গ্যাছে আমাদের নীলিম আকাশ।
পাশা পাশি চলা ফেরা, হাসি-গান, শান্ত সহবাস
নিগূঢ় বিপর্যয়ে আমাদের আকুল চীৎকার......
তবুও কোথায় যেন সেই সব কান্না-কালো
রক্ত জমে আছে।

মোছাবার সাধ থাকে ?
হয়ত থেকেও থাকে—হয়ত বা তেমন থাকেনা—
অসুস্থ মনেই তাই এই সব ক্রূর সংক্রামক
আমাদের মুগ্ধ করে,
ধরে রাখে আশ্চর্য বাঁধনে কিছু আত্মঘাতী নিপীড়ক শখ।

গান

অনেক কাছে এগিয়ে এলো সবাই
তার মধ্যে একটি শিশু বললো ঃ
এসো, এক খানি গান গাই—
এক খানি সুর, এক খানি উদ্দেশ
রক্তগত জন্মগত সবটুকু প্রেম-প্রীতি।

সবার মুখে জিজ্ঞাসা আর সমর্থ সংশয়
—কি গান এমন হয়?

অবাক শিশু। কেউ তোলে না সুর
কেউ জানে না ভাষা……
এক সাথে এক হ'য়ে বললো তারা :
কেউ শিখিনি দেশকে ভালোবাসা।

অপরাধ

স্ব-দেশকে ভালোবাসা
আইনত অপরাধ সভ্যতার কাছে।
ইতিহাস খুলে ছাখ প্রমাণ আছে
আবেগের রং মুছে চেয়ে ছাখ প্রমাণ আছে।
শহীদের গভীর রক্তে যদি ঘ্রাণ নাও
দেখা পাবে; অবাক্ বুকের মাঝে
এই শোক, অভিযোগ—যন্ত্রণার প্রগাঢ় বিক্ষোভ !

স্ব-দেশকে ভালোবাসা আইনত অপরাধ
অতীত ভবিষ্যৎ এবং এখনও।

অন্বেষা

[স্বামী বিবেকানন্দর প্রথাগত জন্মোৎসবকে মনে রেখে]

নীল সমুদ্রের উতরোল ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
অটল অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে থাকা
একটা মানুষ;
দেশ কাল সীমানার সীমা ভেঙে
উদাত্ত গাম্ভীর্যে শুধু
বিলিয়ে দ্যায় নিজস্ব মহিমা।
বাতাসে বাতাসে সাগরিক ঢেউএ
বিশ্ব-প্রাণে সেই দোলা লাগে।
গৈরিক উত্তরীয়তে
সন্ন্যাসের অতলান্ত বীরবত্তায়
প্রজ্জলিত প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত প্রবাহে
সুষুপ্তির তন্দ্রামগ্ন
তমিস্রাঘন পৃথিবীর প্রহর গুলোকে।
তুমি পেরিয়ে যেতে চাও,
দিতে চাও পার করিয়ে
—কিন্তু আমরা পারি কে?

সাগর-পারে দোলা লাগে
তোমার নিখাদ অস্তিত্বের অন্তর্ভেদী অন্বেষায়।
অপার বিস্ময় আর অগাধ শ্রদ্ধা ছুঁড়ে
আমরাও সরিয়ে রাখি তোমার মহত্বকে
অনেক দূরে;
কিন্তু আমরা মহান্ হ'তে পারি কৈ?
তোমার বাণীর গভীর বুকে
নিঃশঙ্কোচে আমাদের নিশ্বাস রেখে?
জানা যায় না ঠিক—
দরিদ্র ভারত-বাসী, মূর্খ ভারত-বাসী
কতটা মুক্তি পায়
এই সব অবাঞ্ছিত অন্ধকার থেকে!

শ্রদ্ধা কিম্বা বিলাসের ফলবান্ ফাঁকি নিয়ে
জন্ম-তারিখ কিম্বা জন্ম-যুগের সাগর-তীরে
নানা পাথরের রঙিন খেলায়
প্রস্তাবিত প্রতিশ্রুতিকে
আমরা সরিয়ে রাখি
অনেকদূরে
অভিজ্ঞ ঈপ্সার ব্যাকুল ব্যর্থতায়।

অভিব্যক্তির অভিজ্ঞান
হিমাদ্রি অটলতায় তোমাকে জাগিয়ে রাখে,
জানিয়ে রাখে;
কিন্তু আমরা তেমন ক'রে
জাগতে পারি কৈ? জাগাতে পারি কৈ?

স্মারক শুভেচ্ছার সমর্থ প্রহর
তবুও তোমাকে মনে করিয়ে দ্যায়।
আর তখনই
আত্ম-সমীক্ষার স-চেতন মনস্কতায়
এক ঝাঁক ব্যর্থতার
গভীর বিক্ষোভ আর বিস্ফোরণে
তোমাকে ছুঁয়ে যেতে চাই
বুক-চাপা অভিমানের গভীর যন্ত্রণায়;
আর সেই যন্ত্রণার
উৎস-অন্বেষার আমোঘ অতলান্তে
দাঁড়িয়ে থাকো তুমি
এবং
তোমার অনন্ত মহিমা।

হায় দেশ

হায় দেশ ! স্ব-দেশ আমার
একী অন্ধকার তোমাকে করিছে ক্ষিপ্ত,
উৎক্ষিপ্ত দিবা-রশ্মি হ'তে ক্রমান্বয়ে;
ভয় লজ্জা আতঙ্ক সংশয়ে ম্লান
ম্লানতর চেতনাকে নিঃশব্দে নির্মমে গ্রাস
করিতেছে আত্মক্ষয়ী রূঢ় সর্বনাশ ।

একী বিষাক্ত নিশ্বাস ! নিঃসহায় তুমি প্রায়
পাপ যন্ত্রণায় ! একী ক্রূর ক্লেদ ক্লান্তি
একী অনাচার
ছিন্নসত্তা বিবিক্ত বিবেক ঘিরে করিছে উল্লাস !

হায় দেশ ! হে ক্লান্ত স্ব-দেশ আমার
গভীর আঁধার ভেঙে আলো দাও চেতনায়,
বুকে দাও গভীর প্রত্যয় ।
আঁধারের বুক চিরে সূর্য ছড়াক গান
রক্ত পাক বিবর্ণ হৃদয়......

মিছিল

মিছিল এখন শহর জুড়ে
মিছিল বড় মিছিল
আকাশ জুড়ে চিল।
তীক্ষ্ণ নখর চতুর বড় শিকার সু-সন্ধানী।
ইঁদুর দিয়ে চিল ধরেছি
রক্ত মাখা গা
মিছিল ভেঙে ভান পেয়েছে
শহর এবং গাঁ।
হরেক কলা, হরেক ছলা
হরেক পতাকা—
স্ব-দেশ এবং দেশের কাজে
সবাইই বাপ্ মা?
মিছিল বড় মিছিল এখন
শহর ও গ্রাম জুড়ে
লাভ কিম্বা লোভের আশায়
বৃষ্টি রোদে পুড়ে!

কি দিয়েছ মিছিল তুমি?
কেবল প্রতিশ্রুতি?
অনেক কিছুর সাক্ষ্য নীরব
ক্লান্ত আঁখি দু'টি।
আরো অনেক রইল লেখা
রক্ত এবং ঘামে—
আমার দেশের দুঃখী হৃদয়,
আমার দেশের নামে।

এখন হৃদয়ে

আমার বিধ্বস্ত বাংলায়
এখন আর সুখ নেই, নেই আর শান্তি অনিবার।
কী ভীষণ আক্ষেপ অভিমান বিক্ষোভে এখন ক্লান্ত প্রাণ।

এখন ক্লান্ত প্রাণে আমাদের গান
হৃদয় ছোঁবে না,
এখন পদ্মার বুকে, এখনো গঙ্গার বুকে
অবিরাম মিশে যায় দুর্বিসহ কান্নার স্রোত।

এখনো হৃদয়ে কারা গান গায়
এখনো হৃদয়ে কারা সুর তোলে—
কারা গায় ? কাদের হৃদয় ? কাদের উদ্দেশে ?
আমাদের দেশে, আমাদের হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে
কাদের প্রহর কাটে করুণ আদেশে......

এও এক ধূসর বিপন্নতা, ঐক্যহীন হাহাকার
আমাদের বুকে বাসা বাঁধে;
আমাদের আপাত সুখের বুকে কেঁদে যায়।
সোনালী ভোরের দিনে, ভোরের আলোর সাথে
আমাদের নেই অভিমান ?

আমার বিধ্বস্ত বাংলায়
এখন আর সুখ নেই, সুখ নেই,
শান্তি আর নেই অনিবার্ণ।

অনুভব

রাজনীতি যাই থাক্
মানবতা মরেছে ওখানে ঐ বিজন সেতুর 'পরে
কঠিন শহরে, আমাদের ঘরে......
এই দেশ, এই আমার প্রিয়তম স্বপন স্বদেশ বুঝি !
এখানেও খুঁজে নেব মহোত্তম তোমার মহিমা ?
শোকের শর্তহীন অশোক চক্রে এই বীভৎস উল্লাস
কেন তুই বুকে নিস্ নিপুণ বিদ্রূপে ?
ডুবে যাবে অন্ধকারে সব সত্য শুভ-মন্ত্র চেতনা ?
হৃদয় লালিত নীতি নষ্ট করে দিয়ে যাবো কেন ?
বিবেক বিধ্বস্ত বুকে হতবাক্ বিস্ময়ে
কেনইবা হেঁটে যাব সে ঘৃণ্য সাহারা ?

বুদ্ধ খ্রীষ্ট কেউ নেই ! কেউ নেই ?
হারিয়েছি রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার—
ক্ষয়িষ্ণু চৈতন্য নিয়ে মুখোশের অন্তরালে
মানুষের কী অদ্ভুত নিপুণ চীৎকার ।
মানব মমতাহীন আমাদের এই সব রুগ্ন অনুভূতি
কোন দিন মুছবে না বুঝি ? মুছবে না এই সব গ্লানির আঁধার ?
কে মোছাবে আমাদের এই সব বাক্য-অভিলাষ ?
কেবলই বিলাস হ'য়ে ভেসে যাবে সেই সব
বিশল্যকরণী হীন উপশল্য তীরে !
কোনদিন কেউ খুঁজে আবার নেবেনা বুঝে এই সব শুদ্ধ অভিমান ?

হয়ত নিতেও পারে ; ক্রমশ আঁধারে তাই
এই ক্লান্ত আলোটুকু থাক্ ।

১৯৮২র ৩০শে এপ্রিল সকালে কোলকাতার বালিগঞ্জের বিজন সেতুতে সতের জন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী মিলিত নৃশংস আক্রমণে নিহত হন। তারপর অগ্নিদাহ। এ নির্মমতা, এ জঘন্যতা সব অর্থেই মানবতার কলঙ্ক

তবুও আঘাত ছুঁয়ে

[শিল্পী সুহৃদ্ শ্রীস্বপন ভট্টাচার্যকে নিবেদিত]

তবুও অকস্মাৎ বড় বেশি মনে পড়ে
আমাদেরই করুণ কাহিনী।
আমি জানি   তুমি জানো   আরো জানে
আমাদেরই পূর্বাগত বিশ্বস্ত মনন:
কারা যে কখন কবে বলেছিল মর্মগত
রক্তাক্ত অক্ষরে—একথা ভীষণ ঠিক,
আজও তো অক্ষয় ভাবে লেখা আছে সেই সব
ধ্রুব সত্য মৃত্যু-হীন করোটির পরে।
একথা এখনো জানি, জেনে যায় আমাদেরই রক্তাক্ত-স্বজন।

মানুষের মর্মে শুধু ব্যথা দেওয়া,
মানুষের কর্মে শুধু বাধা দেওয়া
ফুলের পাপড়ি শুধু দু'হাতে টুকরো করা
আমাদেরই প্রতিবেশী এক শ্রেণী মানুষের
পরম সাধনা।

আমাদেরই এক শ্রেণী মানুষের লোভে
ভোরের উজ্জ্বল আলো ডুবে যায় অনন্ত আঁধারে
দাউ দাউ পুড়ে যায় সুখের সংসার জুড়ে
সুরের সাধনা।
দিগন্ত বিস্তৃত ব্যাপী সবুজ ফসল ডোবে হলুদ-বিষাদে।

মানুষ পাহাড় ভাঙে
আরো ভাঙে মানুষেরই সবুজ হৃদয়
মানুষই ছড়াতে পারে দুর্নিবার আতঙ্ক সংশয়
লজ্জা ঘৃণা ভয়—
মানুষই জাগাতে পারে
মানুষের মহিম হৃদয়ে।

গতিময় মানুষের প্রগতিকে পিছু টানা
কিছু কিছু প্রতিবেশী মানুষের কাজ।
তবুও স্বজন ভালো ভেবে যারা সহজ বিশ্বাসে
কাছে আসে আশ্বাসের ঘ্রাণে
অভিমানে জানে তারা বেদনার রং।
মুখেই পবিত্র কথা, মনে মনে ক্রুদ্ধ কোলাহল
এমন স্ব-জন কত আমাদেরই আশে পাশে
আমাদেরই ভালোবাসে কত।
তুমি জানো। আমরাও জানি অবিরাম—

তবুও আঘাত ছুঁয়ে আমাদেরই চিরন্তন গান
তবুও আঘাত ভেঙে আমাদের অনন্ত নির্মাণ।

এসো না এমনই করে আমাদের বয়ে চলা হোক্
সবুজ আলোক
ভরে যাক্ পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রান্তর।

আসল যে

সব কথা কি লেখা থাকে
হিসাব-খাতার পাতায় পাতায় !
তবে কেন হঠাৎ ক'রে
বন্যা এসে দেশকে ভাসায় !

হিসাব-খাতার পাতায় পাতায়
সকল কথাই রয় না লেখা,
তাই তো হঠাৎ কান্না আসে
এবং ভাঙে সুখের রেখা।

বৃষ্টি আসে বন্যা ভাসে
এবং ভাঙে নদীর বাঁধ,
আমরা মানুষ জলে ভাসি
এবং করি আর্তনাদ।

আকাশ-পথে জল দেখে যান
ক্যামনে মানুষ ডোবে,
মাথা পিছু 'রিলিফ' কিছু
ভোট কুড়াবার লোভে !

দল বে-দলে মাদল বাজে
সূক্ষ্ম হিসাব অঙ্ক,
ক্লান্ত শিশু জড়িয়ে বুকে
মায়ের কী আতঙ্ক !

বাঁধ দেবে ভাই কোন্ নদীতে
মনে মনেই ফাটল যে,
বাঁধ প্রয়োজন ঐ খানেতেই
কারণ ওটাই আসল যে।

চিরন্তন

তোমারই মুখের মত মুখ ছিল তার
গভীর নয়নে ছিল স্বপ্ন-নীল ছায়া
অনুগত হৃদয়ের গোপন ব্যথার ভার
অ-কাতর লাবণ্য ময়ী মায়া।
হে জননী স্ব-দেশ আমার।

সেও তো তোমারই মত ছিল এক অভিভূত নারী
যার স্পর্শে রক্ত দোলে, স্বপ্ন হ'ত সুর
ব্যঞ্জনার অব্যক্ত অবাক্ বুকে সেও তো তোমারই
মত ক্ষয়িষ্ণু তপস্যায় এখন সুস্থির।
যে আমার চেতনার চিরন্তন নারী।

চোখের গভীর জলে এখনও তো ছায়া কাঁপে
মৃতস্মৃতি ভেসে চলে সম্মোহিত স্থবির আকাশে
তবুও অরুন্ধতী স্বাতী কাল' সপ্তর্ষি সংলাপে
নিয়ত রাত্রি জ্বলে জ্যামিতিক সঠিক হিসাবে।
হে জননী জীবন আমার।

প্রগাঢ় সে পৃথিবীর পরম নারীর কোন
বুকের গভীর বুক রেখে বহু দিন
তোমাকে পেয়েছি কাছে এবং নিয়েছি মনও
যদিও আপন সত্তায় তুমি আজ আত্ম-অবলীন।
চেতনায় ঋদ্ধ রক্ত স্ব-দেশ আমার।

কিন্তু ছলনা তুমি

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্—
কিন্তু ছলনা তুমি
মুখোশের অন্তরালে, বিপ্লবের নামে—
তোমাকে আমার এই মুষ্টি-বদ্ধ হাত
হারাবে নিশ্চিত জানি নিপুণ সংঘাতে।
মুখোশের অন্তরালে
ভেঙে দেবো তোমার ঐ প্রলুব্ধ ইংগিত।

স্ব-দেশ স্বজন নিয়ে তোমার ঐ মগ্ন আয়োজন,
ভীষণ ভাষণ
সব কিছু বুঝে গেছি রূঢ় রক্তপাতে—
সু-তীব্র আঘাতে।
চিনে যাওয়া অন্তরালে মুখোশের মুখ
এখানে এসো না তুমি
এইখানে আমাদের প্রতিবাদী বুক।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্—
কিন্তু ছলনা তুমি বিপ্লবের নামে অবিরাম
এই খানে পাবে না প্রণাম।

শিশুকে

[যে শিশুটিকে দেখে ছিলাম কোলকাতা মহানগরীর ফুটপাতে]

স্নেহ ছিল হৃদয় ভরা
দুধ ছিল না শুকনো বুকে
তাই চুষে তুই নীরব ছিলি
অনেক অসুখ একটু সুখে ?
কিন্তু ওরে অবোধশিশু
এখন তোর ঐ প্রাপ্তি থামা
সাড়ে তিন হাত পরিমিতি
যেখানে তোর জন্ম-স্মৃতি
যেটা ছিল তোর পৃথিবী
জাগবে না তোর ক্লান্ত ও' মা।

অশান্ত ঢেউ যন্ত্রণা আর দুঃখ স'য়ে
নীরব নিথর ও' বুকে এখন শান্ত হয়ে।
আর করাঘাত অমন করে করিস্ নারে
তোর কচি হাত ঐ গাঢ় রাত ভাঙতে পারে ?

এখন তোর ঐ সবুজ পেটে
অবুঝ ক্ষিদে মিটবে কিসে ?
পাত্তা-হারা পাতক বাপের
প্রবীণ পাপের ক্লান্ত বিষে ?
রক্ত-বিহীন ক্লান্ত বুকে
মুখ রেখে আর কাঁদবি কত !
যন্ত্রণা আর ব্যথায় যে হায়
বন্দী এ' দেশ অবিরত।

হায়রে শিশু, হায়রে স্ব-দেশ এ'সব ছবি দেখবো কত ?
হৃদয় কেটে রক্ত-ছুরি বুকের মধ্যে করেছে ক্ষত।

বিপ্লব

সুতোকাটা ঘুড়ির মত বেড়েই চলেছে বাজার দর
ধরা যাক্ না মাছের কথাই।
কিছু আর্থিক সৎ নিচু মানের মধ্যবিত্ত
আর নাগাল পায় না—
অসহ্য হয়েও তারা সহ্য করলো সব
'বয়কট' করে নিজেরাই বোকা বনলো।

রবিবারের এক সকালে ঠিক হলো:
কেউ মাছ কিনবে না—
কিনতেও দেওয়া হ'বে না কাউকে।
কিছু সাড়া মিললে
কিছু উৎসাহী যুবা রুখে দাঁড়ালো।
ভাবলো এবং ভাবালো
এই অহিংস আন্দোলনের কথা।
বুকের মধ্যে ব্যথা জমিয়ে যারা বাজার করে
মাছকে যারা ভয় করে দুধর্ষ গৃহিণীর মত
কিছুটা স্বস্তি পেল তারা
কিংবা তারাও
যারা ও পথ প্রায় ভুলতেই বসে ছিল।

বেশ চলছিল বয়কটের বাজার—
কেউ তুষ্ট, কেউ অসন্তুষ্ট
রুষ্ট কেউ মনে মনে পাড়লো গালি
ব্যাটার ছেলেরা......ইত্যাদি,......ইত্যাদি
তব, বেশ চলছিল বয়কটের বাজার

এক সময় এক যুবক এলেন।
ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলেন সেই দিকে
যে লোকটা মুখ শুকিয়ে
বাগ্‌দা চিংড়ির পসরা সাজিয়ে বসে ছিল—
সিগারের ধূমা মিশিয়ে বললেন যুবকঃ
কুড়িটা বড় দেখে ..
অনেকেই থমকিয়ে ছিল।
বলতে গিয়েও বলতে পারছিল না কেউ কেউ।
অবশেষে আন্দোলক একজন বললোঃ দাদা......
কথা শেষ হ'বার আগেই
'দাদা' বললেঃ অনেকদিন পরে মিললো,
বেশ জমবে বলুন ?
অন্য এক তরুণ ক্রুদ্ধ ভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল,
হাত টেনে ধরলো একজন
বললোঃ চুপ্! ও এবার ইলেক্‌সন্‌এ দাঁড়াবে।

কারো কিছুই বলা হ'লো না শেষ অবধি।
এম্নি ভাবেই ভেঙে গ্যালো না কেনার এবং
না কেনাবার প্রতিরোধ।
প্রতিরোধীদের বুদ্ধিমান একজন সান্ত্বনা দিল :
আরে, চিংড়ি তো আর মাছ নয়, তাই......

অবশিষ্ট কয়েকটি চিংড়ি তখনো শুঁড় নেড়ে
বলছিলঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।

মহান্ ঐক্যের মহাহ্লাদনে

[স্ব-দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াসের প্রতিবাদে]

'সবার ওপরে মানুষ সত্য'
মানুষের কবি দিয়েছে বাণী
আজ বিদ্বিষ্ট স্ব-দেশের বুকে
খুঁজে মরি তার মর্ম খানি ।
সভ্যতা আজ সমুখ প্রান্তে
এগিয়েছে বুঝি ক্রমিক ভোরে ?
হিংস্রতার গুহাঘ্রাণ তবু
উল্লাসে কেন হৃদয়ে ঘোরে !
রক্তে যেখানে বারুদের ঘ্রাণ
মারণ উল্লাসে মহৎধূম
কি হ'বে সেখানে নাই ভাঙে যদি
অবচেতনের অন্ধ ঘুম !
হিংসা যেখানে জ্বেলে যায় দীপ
মৃত্যু-কাড়িত ভীষণ রাতে,
মনের রাত্রি প্রভাত না হলে
কি হ'বে করুণ আর্তনাদে ?
বিবেক বিলিয়ে আমরা কি আজ
অন্ধস্বার্থে সবাই ক্রীত—
মানবতা বুঝি মন্বন্তরে
বিপথে বিলীন, বিমূঢ় মৃত ?
মহান্ ঐক্যের মহাহ্লাদিনে
এসো হাতে হাত সবাই রাখি
বিভেদ কামীর কামনা কাঁদিয়ে
ছুঁড়ে ফেলি সব ঘৃণ্য ফাঁকি ।

মৃত্যু হলো বলে

[প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে]

মৃত্যু হলো বলে তোমাকে চিনেছে লোক!
দেশ কাল সমাজের তুমি এক অভিভূত কবি—
মৃত্যু হলো বলে
তোমার ছবির মুখে
কেউ কেউ রেখে ছিল চোখ?

কবিরই কাতর মুখে রক্ত ওঠে
রক্ত ঝরে ক্রমাগত বুকের ভিতর
ঝড় তোলে দেশ কাল সমাজের অনন্বয়
অসহ অন্যায়—
কবিদের মৃত্যু হলে আকাশে সূর্য ওঠে
পাখি গায়, বাতাসের ভাঙে অবিশ্বাস
কবিদের মৃত্যু হলে নবাগত শিশুটিও
টেনে নেয় জীবনের অর্থময় শ্বাস......

কবিরা মরে না—
মৃত্যু-মুখী মুখর মিছিলে তাই
কবিদের অ-বিনাশী গান।

ভালো মানুষের গান

কিছু ভালো মানুষের গান
আজিও এ' পৃথিবীকে আলো ছায় বলে
এমন আঁধার ভেঙে পৃথিবীও হেঁটে যায়,
চলে যেতে পারে বহুদিন—

কিছু ভালো মানুষের দান
আছে বলে এ' পৃথিবী এখনো মহান্।
সুস্থ বোধ অনুভূতি
এখনো অনির্বাণ বিবেকের বুকে জাগে বলে
আকাশের দিকে আজো হৃদয় বিশাল হয়
ভয়ের ভূ-খণ্ড ভেঙে জেগে ওঠে মানুষের জয়।

সমস্ত পৃথিবীটা যাদের হৃদয় জুড়ে
স্ব-দেশ স্বজন,
যাদের হৃদয় জুড়ে দীর্ঘায়িত সকরুণ ক্লেশ
এই সব আপাত মূর্খ দীর্ঘ দীর্ণ—
শীর্ণতর মানুষের ভারে
এ' পৃথিবী ভার হীন হ'তে পারে
পাপ গ্লানি বঞ্চনার গঞ্জনার থেকে!

আসলে এমন কিছু মানুষের স্থিতি
পৃথিবীতে থাকতেই হ'বে চিরকাল
পৃথিবীর এই সব ম্রিয়মান মানুষের মগ্ন অনুভবে

কারার আড়ালে

[দেশকে ভালোবেসে যে তরুণ কারা-রুদ্ধ তাকে এবং তাদের]

এখন কোথায় তুমি? আমাদের থেকে বহু দূরে?
আলোর পৃথিবী ছেড়ে কারার আড়ালে তুমি
বার বার গুণে যাও স্বপ্নময় সোনার প্রহর?
তোমার মাটির ঘরে ঝড় আজো রেখে যায় নিজস্ব তাণ্ডব
বৃষ্টি এসে ধুয়ে দ্যায় দেওয়ালের নিটোল নির্মাণ।
শোনা গ্যাছে, কী ভাবে গভীর রাতে
বিরুদ্ধ শক্তি এসে নিয়ে গ্যাছে তোমাকেও দূরে।
বিরুদ্ধ শক্তি এসে ক্রুদ্ধ বোধে
এই ভাবে বার বার স্বপ্ন কেড়ে নেবে?
আজো তুমি গান গাও, হাসিমাখা সমুজ্জ্বল মুখে।
আজো তুমি দু'হাত শক্ত করে বলে ওঠো
—আমাদের সুনিশ্চিত জয়।
ভয়? তুমিই তো বলেছিলে মৃত্যু নয়
বাঁচাটাই এখন সংশয়।
তোমার দুখিনী মা (আমাদেরও) এখনো খোকার জন্য
চেয়ে থাকে চিরন্তন আশার আস্বাদে
খোকা যে যাবার আগে বলে গ্যাছে:
কেঁদ না মা, আমাকে তো আসতেই হ'বে।
কবে তুমি তোমার মায়ের কাছে মেলে দেবে
জীবনের সত্যতম বাণী...
ক্লান্ত চোখে আমাদের এখনো নিদ্রা আসে
তুমি কি বিনিদ্র রাতে এখনো প্রহর গোন
নাক্ষত্রিক আলোর সংকেতে?
জীবনের সব সাধ বিষাদের অন্ধকারে
কোথায় হারিয়ে তুমি গেয়েছিলে গান?
আজো গাও? তোমাদের রক্তে আছে বৈপ্লবিক
সংগীতের সুর......
তোমাকে গাইতে হ'বে যদিও সভ্যতম পৃথিবীর এ' মধ্য দুপুর।

দীর্ণ দীনের স্বাধীনতা তুমি

দীর্ণ দীনের স্বাধীনতা তুমি লোভের আগুনে পুড়ে ছারখার
বার বার ভীত সভয়ে চকিত মৃত পুত্রের যন্ত্রণা বুকে অসহ্য দাহ।

স্বাধীনতা তোর তেরাঙা পতাকা শীতার্ত প্রাণ ভিখারির গায়ে,
অন্ধ রাতের ক্লান্ত প্রহরে ছিন্ন কুটিরে এখনো কাঁপে।
মঞ্চে মঞ্চে নীতি বর্জিত সাজানো ভাষণ, লুব্ধ মন্ত্রে
নানান্ তন্ত্রে লেলিহান বাহু, লোলুপ হিংসা।
কত শহীদের রক্তে পা দিয়ে স্বাধীনতা তুমি পথ চেয়েছিলে?
এখন তো তুমি চারি বর্ণের বিবর্ণ এক যন্ত্রণা শুধু
ধূ ধূ প্রান্তরে প্রাণান্তকর প্রার্থনা আর
হাহাকার ভরা দিগন্তে লাল নতজানু ছায়া।
স্বাধীনতা নাকি সত্য-সূর্য অখণ্ড প্রাণ?
স্বাধীনতা তুমি আমার দেশের ত্রিদ্বিধা খণ্ড, ছিন্নদেহ
স্নেহ-বর্জিত বোবা যন্ত্রণা, শ্মশান-স্বপ্ন, বিস্ময়-হত
নিয়ত রক্ত-সিক্ত তোমার পদ্মা-প্রবাহী সোনালী বঙ্গ।
স্বাধীনতা তুমি এদেশে এসেছ সাজানো রাতের ঘোষিত দিনে?
স্বাধীনতা তুমি মহা-ভারতের মহা-গৌরবে আসলে না কেন?
যেন অজস্র অভিশাপ আর সঞ্চিত ব্যথা জননীর মত
বিক্ষত বুকে অসুখে অসুখে বিষ-বিপন্ন……
স্বাধীনতা তুই কোথায় কাঁদিস্ লুকিয়ে ক্লান্ত কাতর মুখ?
বুক ভরে তুই ফিরে আয় ফের নতুন শপথ, নতুন শর্তে
মর্তে আমার মৃত আকাঙ্ক্ষা আবার সোনালী স্বপ্নে ভরা
মরা মহিমার মুহূর্তকালও মগ্ন জ্বালা।
সে দিন হৃদয়ে কোন্ সাধ ছিল? চোখে ছিল না কি তিক্ত নীর?
ধীর সংশয়ে আকাশ ছুঁয়েছো দীপ্ত আশার তৃপ্ত বীর?
ফল্গুধারার গোপনে গোপনে এ স্বাধীনতা কি আত্মহত
নিয়ত করুণ ক্রন্দন বুকে ব'য়ে চলা ম্লান নদীর মত।

স্বাধীনতা ওগো, দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা তুমি কেমন রয়েছো?
হ'য়েছো যেমন শহীদের প্রাণ রক্তে ভেজানো স্বপ্নের মত?

আমার মাটির থেকে

[বাস্তু হারাবার চিরন্তন যন্ত্রণাকাতর মানুষের মর্ম ছুঁয়ে]

মুহূর্তেই ভুলে যা'ব আমার পাহাড় নদী
পথঘাট সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো
ধূলার ধীমান চিহ্ন, জননীর মুখ,
আমার হৃদয়বাহী রক্তাক্ত কল্লোল ?
বাস্তুহীন অপমান, দুর্বিসহ অনিকেত জ্বালা,
স্ব-দেশে স্ব-জন হীন আশ্চর্য যন্ত্রণা
আবার আমূল ভয়ে কোথায় শুধাব আমি
আমার জন্ম-ভূমি, জননীর নাম ?
কোথায় আবার আমি খুঁজে নেবো স্বাধীনতা
স্বপ্ন-ময় জীবনের সাধ ?
অনেক চোখের জলে এ'দেশের মাটি ভেজা
অনেক রক্তে ভরা খেয়ালের বে-হিসাবী গান
অ-সহ্য অপমানে ধ্বস্ত স্বাধীনতা
নীলাভ আকাশে আজো যন্ত্রণা'র ঘ্রাণ।
আমার রক্তে আজো বয়ে যায় সন্তাপহীন গ্লানি।
কোন্ অভিশাপে আমি আমার মাটির থেকে
তুলে নেব মৃত্যুময় শেষ উপহার ?
এখনো বিনিদ্র রাত। এখনো কান্না অ-বিরল ?
এখনো চোখের জলে রুদ্ধ অভিমান—
অবজ্ঞার অপমানে সমস্ত বাতাসে আজ
মিশে গ্যাছে আমাদের সুতীব্র বিদ্রোহ।
আমার পাহাড় নদী পথঘাট পাখির কল্লোল
আমি কি ভুলতে পারি মুহূর্তের মূর্খ অভিলাষে।
অশ্রুহীন হৃদয়ের তীব্র দাবদাহ
মিশেছে আকাশ আর এ' মাটির মাত্রাহীন ঘাসে।
আমার পাহাড় নদী পথঘাট সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো
এ দু'চোখের থেকে মুছে দিতে পারে অন্ধকার ?